কথিত ‘ইমাম মাহাদি’ নুরুল হকের মরদেহ তুলে পুড়িয়ে দিল বিক্ষুব্ধরা



সংগৃহীত ছবি

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে নিজেকে ‘ইমাম মাহাদি’ দাবি করা নুরুল হক ওরফে ‘নুরাল পাগলার’ মরদেহ কবর থেকে তুলে পুড়িয়ে দিয়েছে বিক্ষুব্ধ তৌহিদী জনতা। এই ঘটনার আগে তার দরবার শরিফ ও বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) জুমার নামাজের পর গোয়ালন্দ পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের জুড়ান মোল্লাপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন গোয়ালন্দ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাহিদুর রহমান।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, জুমার নামাজের পর একদল তৌহিদী জনতা সংগঠিত হয়ে নুরুল হকের দরবার শরিফ ও বাড়িতে হামলা চালায়। এতে অন্তত ৫০ জন আহত হন, যাদের অধিকাংশই ছিলেন দরবারের ভক্ত। হামলাকারীরা ইউএনওর গাড়ি এবং পুলিশের দুটি গাড়িও ভাঙচুর করে। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সেনাবাহিনী ও র‍্যাব মোতায়েন করা হয়।

ঘটনার সূত্রপাত হয় নুরুল হকের কবর নিয়ে। সম্প্রতি ঢাকার একটি হাসপাতালে তার মৃত্যুর পর তাকে গোয়ালন্দে একটি উঁচু স্থানে কাবা শরিফের আদলে তৈরি কাঠামোর মধ্যে দাফন করা হয়। এই দাফন নিয়ে এলাকায় বেশ কয়েক দিন ধরেই উত্তেজনা চলছিল। স্থানীয় প্রশাসন বিষয়টি শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের চেষ্টা করে এবং উভয় পক্ষকে নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু শুক্রবার জুমার নামাজের পর তৌহিদী জনতা শহীদ মহিউদ্দিন আনসার ক্লাবে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করে এবং এরপর হামলা চালায়।

প্রথম দফায় হামলা ও ভাঙচুরের পর দ্বিতীয় দফায় তারা কবর খুঁড়ে মরদেহটি উত্তোলন করে। এরপর সেটি মহাসড়কের মোড়ে নিয়ে গিয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। বিক্ষোভকারীরা দাবি করেন, নুরুল হক নিজেকে ‘ইমাম মাহাদি’ ও ‘খোদা’ দাবি করতেন, যা ইসলামি শরিয়তবিরোধী। তাদের ভাষ্য, মরদেহ পুড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তার 'ভণ্ডামির অবসান' হয়েছে।

এদিকে, নুরুল হকের ছেলে মেহেদী নূর জিলানী এর আগে গণমাধ্যমকে বলেছিলেন, তার বাবাকে শরিয়তের আলোকে ওছিয়ত অনুযায়ীই দাফন করা হয়েছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।